অন্নদাশঙ্কর রায়ের সাক্ষাৎকার

আজরে বাংলা সাহিত্যে অন্নদাশঙ্কর রায় নিশ্চয়ই একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতায় বনস্পতি - তুল্য সাহিত্যিক বলা ভালো সাহিত্যিক সব্যসাচী। বহুদিন থেকে নামটি শুনে আসছি...। তিনি ছিলেন, আছেন ঋষির মতো, প্রাচীন সাহিত্যিক—এই রকম মনোভাব ছিল আমাদের। তারপরই বুকের মধ্যে কোথায় যেন ধ্বনি বাজলো — তিনি তো আছেন, অশৈশব একটি বিশ্বাস নিয়ে— এখনও পথ চলছেন, এত যে দিলেন তিনি, দিয়ে যাচ্ছেন বাংলা সাহিত্যকে, একবার তাঁর কাছে কি যাওয়া যায় না? তাঁকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা করা কি উচিত নয় — এই সময়ের এত সহস্র যে ছোট পত্রিকা— তাদের কোন কি দায় নেই—রবীন্দ্র পরবর্তী এই সব্যসাচী সাহিত্যিকের প্রতি? আমাদের ক্ষমতার পক্ষে খুবই স্পর্ধা এ চিন্তা! কোন অধিকযোগ্যতা, সাধ্যসম্পন্ন পত্রিকা যখন করছেই না তেমন কোন কাজ — তো আমরা একবার চেষ্টা করে দেখি। আন্তরিকতা থাকলে, নিষ্ঠার অভাব না থাকলে— কেন পারবো না— আমাদের মতো কিছু করতে? কিন্তু অনুমতির প্রশ্ন আছে। গত জানুয়ারীর ২৪শে হাজির হওয়া গেল তাঁর আশুতোষ চৌধুরী এ্যাভেন্যুর আবাসে, পূর্বে চিঠিও দেওয়া হয়েছিল। দরোজা খোলা পাওয়া গেল যদিও দু'বার বলার পর কিন্তু মন খোলা পাওয়া গেল না—ওঁরা দু'জন সেদিন খুবই নিবিষ্ট মনোযোগী—টি,ভি- তে ওঁদের ওপর তোলা বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর তথ্যচিত্রটি দেখছিলেন। বিশেষ সংখ্যার অনুমতি নিয়ে চলে এলাম। দীর্ঘক্ষণ তথ্যচিত্রটি দেখলাম ওঁদের সঙ্গে। দ্বিতীয়বার (১৮-৮-৯২) মনখোলা পাওয়া গেল। কিছু প্রশ্ন খুবই নির্বাচিত যেটুকু না করলে নয় (এবং তেমন সূচীমুখ প্রশ্ন করার ইচ্ছে হলেও করিনি) তাঁর সামনে উপস্থিত করলাম। তিনি অত্যন্ত সহযোগী মনোভাব নিয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দিলেন। সাতাশী অতিক্রান্ত বয়সেও যথেষ্ঠ সহিষ্ণু মনোযোগী উৎসাহী আমাদের প্রশ্নগুলির প্রতি। মাঝে মদ্যে সেই বিখ্যাত সূক্ষ্ম রসাত্মক উত্তরের উঁকি-ঝুঁকি ছিল যার আশ্চর্য উৎসব দেখেছি প্রথম দিকের তাঁর ছোট গল্প উপন্যাসে...। শারীরিক অপটুতা এখন নিত্য - সঙ্গী, কখনও কণ্ঠের জড়তা, কখনও চলনে, কিন্তু সূর্যপ্রভ-মেধা এখনও নিশিত, ত্বরিত। আরো একবার যেতে হ'ল পূর্বের কিছু অসমাপ্ত উত্তরের সূত্র ধরে, লেখা পাওয়ার জন্যও বটে। প্রতিবারই উদার সহিষ্ণুতা দেখেছি—লীলাময় ও লীলা রায়ের বিষণ্ণতা দেখেছি তৃতীয়বার বিশেষভাবে। দীর্ঘ বাষট্টি বছরের জীবনসঙ্গিনী লীলা রায়ের চরম শারীরিক কষ্ট তাঁকে ব্যাকুল করে রেখেছে মননে চিন্তায়। তবুও ভেঙ্গে পড়েননি। ধৈর্যের সঙ্গে জীবনের মোকাবিলায় যেন নিরাসক্ত বেদনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ...। অন্নদাশংকরের কাছে আমাদের তেমন কোনো প্রশ্ন ছিল না, —ওঁর বিষয়ে জানতে হলে ওঁর 'সাত কাহন', 'বিনুর কথা' পড়লে অনেক কিছু জানা যায়। আরো জানা যায় ওঁর 'সাহিত্য' পাঠ করলে। সমসাময়িক রাজনীতি, দেশের হালচাল বা নারী নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে 'দদ' হিসাবে ওঁর বিচার প্রক্রিয়া কেমন হ'ত ধর্ষণকারীদের প্রতি,— এইসব প্রশ্ন আমাদের মনে ছিল, কিন্তু তিনি বিচারকের ভূমিকা থেকে স্বেচ্ছামুক্তি নেন একচল্লিশ বছর আগে— কাজেই সেসব প্রশ্ন মনে এলেও আর করিনি—তাছাড়া, বয়সের দিক দিয়ে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছেন যে এসব উত্তেজক, বিরক্তিকর প্রশ্ন করে করে ওঁকে ত্যক্ত করতে চাইনি। খুব সাধারণ কিছু প্রশ্ন যা ওঁর লেকা নতুন করে পড়তে পড়তে মনে আসে—সেরকম কিন্তু ওঁর সামনে রেখেছিলাম— উনি তার উত্তর দিয়েছেন। রত্ন ও শ্রীমতী বা আমাদের বিশ্বাস মতে ওঁর সামনে রেখেছিলেন— উনি তার উত্তর দিয়েছেন। রত্ন ও শ্রীমতী বা আমাদের বিশ্বাস মতে ওঁর উপন্যাসগুলির বেশির ভাগই তত্ত্বকথায় ভারাক্রান্ত-রসগ্রাহী নয়-সে বিষয়েও প্রশ্ন উঠেছিল মনে। কিন্তু যে বিশ্বাস নিয়ে উনি ওঁর সাহিত্যপথ পার হ'য়ে এসেছেন সে বিশ্বাস থেকে টলানো কি যাবে? কাজেই অহেতুক তীব্র প্রশ্ন করে জলঘোলা করে লাভ কি? যেমন— কবিতা বিষয়ে প্রশ্ন ছিল—

(১) রবীন্দ্রনাথও কিন্তু একটা নতুন বাঁকে কবিতাকে পৌঁছে দিয়ে গেছেন - গত্য কবিতার সূচনা তিনিই করে গেছেন- আপনি কি কবিতা ভাবনায় পিছিয়ে থাকেন নি? (সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রকাশ ভঙ্গিতে নতুনত্ব আনার কোন স্পৃহা ওঁর মধ্যে ছিল না, এখনও নেই।) উনি উত্তর দিলেন — সেই নিজস্ব বিশ্বাস মতে — আমাদের মতে ছন্দ চাই কবিতায়—জয়দেব মিল দিয়েছেন...। গদ্যের ছন্দ, পদ্যের ছন্দ আলাদা। রবীন্দ্রনাথের ধারণা গীতাঞ্জলি prose poem। গদ্য কবিতা Quote করা যায় না। এখনকার ভালো কবিরা গদ্য লেখেন না— গদ্যে লেখা পড়ে কিছু মনে থাকে না — কবির নিজের কবিতাই নিজের মনে থাকে না—। Auden বলেছেন — কবিতা memorable speech যা মনে রাখতে পারা যায় তা কবিতা। ছনাদ না থাকলে মনে রাখতে পারা যায় না। এখনকার সুভাষ, শক্তি, নীরেনের কবিতা ভালোবাসি...।

(২) 'অসিধার' অন্নদাশঙ্করের বিশে, ব্যবহৃত শব্দ। ৭৪ সালে মহাপ্রস্থানের পথে গল্পে রজত নন্দী প্রভাকরকে বলছে— জন্ম শাসন মানিস না তুই কেন? প্রভাকরের উত্তর — স্ত্রী ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেয়ো না। ৯২ তে দেশে ধারাবাহিক 'পার্থিব' উপন্যাসে বৈজ্ঞানিক কৃষ্ণজীবন বিশাস তৃতীয় সন্তান এনে ফেলার অপরাধী ভাবছেন নিজেকে পৃথিবীর জন-বিস্ফোরণ, পৃথিবীর পরিবেশ দূষণ চিন্তায়। —আপনি এখন কোনো গল্প লিখলে প্রভাকর চরিত্রের মুখে অন্যরকম উক্তি দেবেন কি?

উত্তর : গল্প নিয়ে যদি লিখি তবে অন্য রকম লিখবো। দেশের জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে— সমাজের নিয়ম মেনে (লিখতে হবে...) আমি নিজেও অপরাধী মেয়ে চেয়েছি— আমি চেষ্টা করেছি পারিনি...মেয়ে হওয়াতে আমি খুশী...(ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ চাউনি উত্তরে—উনি এড়িয়ে গেলেন বা এসব নিয়ে ভাববেন না বলে, রাজনীতির বিষয় হলে হয়তো উত্তর দিতেন...)

(৩) আপনি অবসর নিয়েছেন ১৯৫১ -এ। কিন্তু শে, গল্প গ্রন্থ কাহিনীর সব গল্পই সেই জজিয়তির জীবনের! কেন?

উত্তর : প্রথম প্রথম গল্প সবাই চাইতো...। তারপর দেখি কেউ আর চাইছে না। হয়তো পুনরাবৃত্তি চলে এসেছে বা নূতন কিছু লিখতে পারছি না... নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার বাইরে যাইনি...

(৪) 'অসিধার' গল্পে বলেছেন আপনি — নারীকে কামিনী বলা— কাঞ্চনের সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করা ঘোতর অন্যায়। অথচ আপনার একটি গল্প গ্রন্থের না 'কামিনী-কাঞ্চন' ?

উত্তর : আসলে শ্লেষ আছে 'কামিনী - কাঞ্চন' নামে...

(৫) সম্প্রতি 'দেশে' শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনীতে — তিনি 'পথে প্রবাসে'র প্রসঙ্গ নিয়ে যা লিখেছেন—ওই শান্তিনিকেতনে আপনাকে এক হাঁড়ি মিষ্টি দিয়ে প্রণাম সেরেই শীতের রাতে তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন— আপনি শুধু নমস্কার জানিয়ে বিদায় দিলেন...মনে আছে আপনার সে কথা... ?

❖ আমার একেবারেই মনে নেই। আমি তো সবাইকে ঢুকতে দিই, বসতে বলি...আমার মেয়েও সেদিন বলেছিল—উনি লিখেছেন- কিন্তু তুমি তো সেরকম লোক নও— তাছানা আমি তখন জজিয়তি থেকে retire করেছি...কী করে লিখলেন ওরকম বুঝতে পারছি না...

(৬) নারী ও বাড়ী পরিত্যক্ত হলে (আই সি এস - এর) আর ফিরে পাওয়া যায় না— আপনার এ বিশ্বাসে নারীর প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা প্রকাশিত ? আমরা তো অভিজ্ঞতায় দেখি— নর বা পুরুষই আরো সন্দেহজনক যা চটপট শূন্যস্থান পূরণে অভ্যস্ত ?

❖ (তাঁর এড়িয়ে যাওয়া উত্তর) অনেক কথা মজা করে লিখেছি — জবাবদিহি করতে হবে নাকি সে জন্য ? টান থাকলে আবার ফিরে অসে। (আই সি এস কিন্তু মজার লেখা নয়)

(৭) সত্যাসত্যের 'বদল' চরিত্রে অনেকখানি আপনি — বাদলের স্বপ্নে, অভ্যাসের আপনার প্রথম যৌবনের বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা - বাদলে...

❖ লেখকরা ধরা দেয় না—। উপন্যাসে, লেখায় লেখক কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকে, কিন্তু সে নিজে বলবে না— সে কোনটা। পাঠকার যা বুঝে নেবার নেবে—

(৮) আজকের সাহিত্যিকদের প্রতি আপনার কিছু বলার আছে বা মানুষের প্রতি ?

❖ ওঁরা অনেক ক্ষেত্রে কমার্সিয়াল ল লিখছেন। অর্থকরী চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করুন, অর্থের চিন্তা বাদ দিয়ে লিখতে হবে। অর্থ আসবে আপনি মতবাদ প্রচার করা বন্ধ করতে হবে — কিন্তু সবাই করছেন — কাকে বললো ? তবে না করলেই ভালো। (ওঁর নিজের বেশিরভাগ উপন্যাস কিন্তু বিশেষ তত্ত্ব প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য...। উপন্যাসগুলির ভূমিকা— দীর্ঘ ভূমিকাই তার প্রমাণ। উপন্যাসের ভূমিকা থাকা প্রয়োজন কি খুব ?)

❖ আপনি তো নানা সূত্রে লিখেছেন — টাকার জন্য লিখবেন না — এখনও কি এ বিশ্বাস আছে ?

✡ এখন লিখে টাকা নিই। সবাই নেয়। আগে দিত না— বলতো চাকরি করছেন টাকা কি করবেন আর ? এখন দেয়।

❖ মোট ক'বার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন ?

✡ তিনবার। তার মধ্যে সিংহলে লোকে যখন যেতো না তখন আমি গিয়েছি—

❖ চল্লিশ বছর চাকরি ছেড়েছেন...সাংসারিক খরচ বইয়ের রয়্যালিটিতে চলে ? কোন্ বই থেকে রয়্যালিটি সব চেয়ে বেশী হয় ?

✡ সরকারী পেনসন পাই। ছোটছেলের ফ্ল্যাটে থাকি — ভাড়া দিতে হচ্ছে না তাই। রয়্যালিটি কম দেয়। খুবই irregular। আসল রয়্যালিটি আসে ছড়ার বই থেকে—।

❖ ছেলেমেয়েদের নাম কি ? কে কী করেন ?

✡ বড়ছেলে পুণ্যশ্লোক— জার্মানীর টুইনগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানের সঙ্গে পি. এইচ. ডি. করেছেন, আমেরিকায় শিকাগোতে এ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর ছিলেন এখন কলকাতায় আছেন...। বড় মেয়ে জয়া রায় কটকের শৈলবালা মহিলা কলেজে বাংলার অধ্যাপনা করেন। ছোট ছেলে আনন্দরূপ ওয়াশিংটনে ওয়াল্ড ব্যাঙ্গে সিনিয়র ইকনমিক এ্যাডভাইসর। ছোট মেয়ে তৃপ্তি রায় বোম্বাইতে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করে— তার স্বামী সেখানে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

❖ যতদূর আপনার সাহিত্য পড়েছি, বুঝেছি— আপনি জীবনে 'মিশন' ছিল একটা সে কর্মজীবনে তার আগে কর্মত্যাগ—সবই সাহিত্যের জন্য...আপনার মিশন কি fultilled- আপনি কি মনে করেন ?

✡ —না, fulfilled নয়। দুনিয়ার একজন লোকও বলতে পারে সে কথা ? একজনের ইচ্ছায় কি দুনিয়া চলে ? পরিবারই চলে না। আমার নাতিনাতনীরা বাংলা পড়ে না। ইংরেজী পড়ে। ...ইচ্ছে পূর্ণ হয় না। সমাজ অনুকূল নয়। ওদের নামে বই উৎসর্গ করেছি ওদের কোন interest নেই। বড়ছেলের বড়ছেলে অবশ্য আমার লেখা কিছু কিছু পড়েছে। ছেলেমেয়ের ধারণা আমি ওদের ক্ষতি করেছি— ওরা আমার motto follow করছে না। অবশ্য ওরা যে বুল করছে তা বলবো না — কারণ এখন তো সমাজ এইভাবে চলছে। আমি তিনখানা বড় বড় বই লিখতে পেরেছি এটাই বড় কথা...। গুরুদেবের ইচ্ছে কি পূর্ণ হয়েছে ? স্বপ্ন ভঙ্গ তো আছেই। তবু কর্মজীবনে কাউকে ফাঁকি দিতে চাইনি— ভগবান সাহায্য করেছেন সে ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে।

❖ শারীরিক কষ্ট বাদ দিলে এখন কি আপনি আনন্দিত সত্তায় আছেন পরিপূর্ণতার আনন্দে ? অনেক কিছু তো পেয়েছেন জীবনে ? অনেক সম্বর্ধনা সম্মান — সম্প্রতি বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত তথ্যচিত্র করেছেন আপনাকে নিয়ে...

✡ আমি নিজে যদি হতাম শুধু, বলতে পারতাম কিন্তু স্ত্রী এখন সাংঘাতিক অসুস্থ— কাজেই আনন্দ আর কোথায় ? পরিপূর্ণ আনন্দ মানুষের কখনও নেই। সব কিছু চিন্তা করলে মানুষ কখনও পরিপূর্ণ আনন্দ পেতে পারে না।—সাহিত্যিকেরা স্বভাবতই অনুভতিপ্রবণ। কোথাও এ্যাটম বোমা পড়লে সে যদিও নিজে মরছে না—তবুও

সে কাতর হয়...(একজন যথার্থ কবি সাহিত্যিকের এটাই হয়তো শেষ কথা—। অথচ অন্য যে কোন সার্থক শিল্পী, অভিনেতা, অভিনেত্রী, খেলোয়াড় কিন্তু শে, কথা বলেন— আমি সুখী— আমি অনেক পেয়েছি ভালোবাসা, অর্থ, যশ, খ্যাতি। না চাইতেই এত পাওয়া আমাকে ঋণী করেছে— আমি ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী...আমি কৃতজ্ঞ ঈশ্বরের কাছে— আপনাদের কাছে। কোনো সৎ সাহিত্যিক কি তা বলতে পারেন?)

প্রথম যেদিন তাঁর ঘরে ঢুকেছিলাম, দেখে একটু একটু বিস্মিত আনন্দ পেয়েছিলাম —একটি সুন্দর ছ তাঁরই, তার সমানে ফুলের স্তবক একটি পাত্রে। নিজের ঘরে নিজেই পূজিত হচ্ছেন কার দ্বারা? সে কি লীলা রায়ের ব্যবস্থাপনা? ভালো লেগেছিল—উত্তর খুঁজতে যাইনি। দেওয়ালে দেখেছি অন্নদাশঙ্করের প্রতিমূর্তি—মাদুরের ওপর আঁকা—কোথা থেকে সম্বর্ধনা পেয়েছেন, আরো কিছু সম্বর্ধনা স্বীকৃতি ঘরের এদিকে ওদিকে...। তাঁর ফ্ল্যাটের সর্বত্রই বই ছড়ানো। বিশে, করে একটি ঘরের চার দেওয়াল জুড়ে বইয়ের আলমারি— মাঝখানে দেওয়ালে র‍্যাক করা বই আর বই। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বই— বাংলাদেশের বই।

...আলাদা আলাদাভাবে রাখা— ইংরেজী বাংলা ওড়িয়াও আছে নিশ্চয়ই। একটি তাতে চোখে পড়ল সেই তাঁর বিশে, জাগরণ - মুহূর্তের গুরু তলস্তয়েল দু'তিনটি বই(?) সাদা পলিপ্যাকে জড়ানো—যত্ন করে রাখা...। ঘুরতে ঘুরতে বললাম এত বই এরপর কী হবে? কী করবেন ঠিক করেছেন? উনি বললেন—তোমরাই বলো না কী করবো? —লাইব্রেরীতে দিয়ে যাবেন? কে পড়বে? নেবেও না...কোন উত্তর দিতে পারিনি...। বেরিয়ে আসতে আসতে ভেবেছি সব লেখক— বিশেষ অন্য পথের লেখকদেরই এই চিন্তা কাজ করে ভিতরে ভিতরে —উত্তরসূরী কোথায়? যথার্থ উত্তরসূরী কেউ কি পান?

(অন্নদাশঙ্কর রায় সংখ্যা নং ৪৮/ জানুয়ারী '৯৩)